সত্যমেব জয়তে

ত্রিপুরায় উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ

১৯৭২-২০১৬

উচ্চশিক্ষা দপ্তর

ত্রিপুরা সরকার

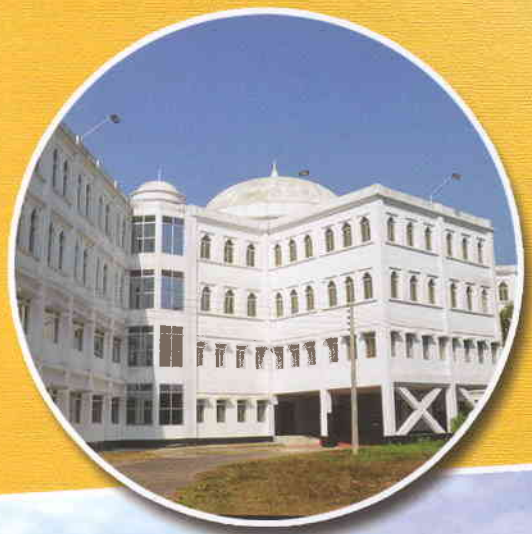

জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, গন্ডাছড়া

পাবলিক লাইব্রেরী, ছৈলেংটা

রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ১৯৪৭ সালে আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তার পর তিনটি বেসরকারী মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলি হল-কৈলাসহরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, আগরতলায় রামঠাকুর মহাবিদ্যালয় এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিলোনীয়া মহাবিদ্যালয়। রাজ্য সরকার ১৯৮২ সালে এই তিনটি কলেজকে অধিগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে উদয়পুর, সোনামুড়া, খোয়াই, সাব্রুম, অমরপুর, ফটিকরায়, কমলপুর এবং ধর্মনগরে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের চাহিদার দিকে তাকিয়ে মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিগত দশ বছরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ হয়েছে।

মহাবিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১৬ (৩১শে মার্চ পর্যন্ত)
বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী)	০	০	০১ [ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় (রাজ্য)]	০২ (এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য) এবং (ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয়)
বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারী)	০	০	০	১-ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০	০	০	১ (এন আই টি, আগরতলা)
সরকারী সাধারণ ডিগ্রী কলেজ	৩	৩	১৪	২২
বেসরকারী সাধারণ ডিগ্রী কলেজ	৩	৩	০	২
সরকারী ও বেসরকারী কারিগরী ডিগ্রী কলেজ	১	১	১	৩
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	১	১	১	৬
মেডিক্যাল কলেজ	০	০	০	২
প্রফেশনাল (আর্ট, মিউজিক, আইন, নার্সিং, ফিজিক্যাল এডুকেশন) সরকারী ওবেসরকারী স্তরে	২	৩	৫	১০
বিএড কলেজ (সরকারী ও বেসরকারী)	১	১	১	৬
ফার্মাসি কলেজ	০	০	১	১
কৃষি মহাবিদ্যালয়	০	০	০	১
ভেটেরিনারী কলেজ	০	০	০	১
ফিশারী কলেজ	০	০	১	১
প্যারা মেডিক্যাল কলেজ	০	০	০	১

সাধারণ শিক্ষা ঃ

রাজ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও সার্বিক সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির ফলে উচ্চশিক্ষার চাহিদা

বেড়ে গেছে। ১৯৯৮ এর পর থেকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। ডিগ্রী কলেজগুলিতে ১৯৯৮ সালে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৯,০০০ এর কাছাকাছি থেকে বেড়ে ২০১৫ সালে মোট প্রায় ৪৫,০০০ হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজস্তর পর্যন্ত টিউশন ফি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার রাজ্য সরকারের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। দূরবর্তী ও পাহাড়ী এলাকার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে নিম্নলিখিত স্থানে বিগত পাঁচ বছরে নতুন সাধারণ ডিগ্রী কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	কলেজের নাম	যে বর্ষ থেকে শুরু হয়েছে
১।	সাধারণ ডিগ্রী কলেজ, গণ্ডাছড়া	২০১১
২।	সাধারণ ডিগ্রী কলেজ, কাঞ্চনপুর	২০১২
৩।	সাধারণ ডিগ্রী কলেজ, লংতরাইভ্যালী	২০১২
৪।	সাধারণ ডিগ্রী কলেজ, শান্তিরবাজার	২০১২
৫।	সাধারণ ডিগ্রী কলেজ, তেলিয়ামুড়া	২০১২
৬।	স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, মোহনপুর	২০১২
৭।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়, বিশালগড়	২০১২

বিগত ১৯৯৮ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে প্রতিটি সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলিতে প্রশাসনিক ভবন সহ শ্রেণি কক্ষ প্রভৃতির ব্যাপক পরিকাঠামোর উন্নতির ফলে গুণগত শিক্ষার মান উন্নয়ন তথা উচ্চশিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরে অধীনে রাজ্যের কলেজ-ইনস্টিটিউটগুলির ছাত্র সংখ্যার তালিকা।

ক্র.নং	ইনস্টিটিউসন	এস.টি	এস.সি	ওবিসি	মাইনরটি	জেনারেল	মোট
০১.	এম বি বি কলেজ	১১৬০	৭৪৮	৩৩৯	৬১	১৩৩৭	৩৬৪৫
০২.	বি বি এম কলেজ	৭৯১	৬১১	৮১৯	১৩৬	১৪৮১	৩৮৩৮
০৩.	রামঠাকুর কলেজ	১৬৯	৯৪১	৫৬৯	৫৫৫	১৩০৭	৩৫৪১
০৪.	উইমেন্স কলেজ	১৪১৮	৫৮১	৫২৭	৮৭	৯২১	৩৫৩৪
০৫.	ডি ডি এম, খোয়াই	১০৭৪	৩১৯	৪৯৩	০৬	৩৬২	২২৫৪
০৬.	এন এস এম, উদয়পুর	১০৭৮	৮১০	৬০২	৩৪৫	১২৮০	৪১১৫
০৭.	কে এন এম, সোনামুড়া	১২৯	৩৩৯	১৭২	৬৩২	৫০৮	১৭৮০

ক্র.নং	ইনস্টিটিউসন	এস.টি	এস.সি	ওবিসি	মাইনরটি	জেনারেল	মোট
০৮.	জি ডি সি, ধর্মনগর	৪৯২	৭২০	১৩৬৬	৪৭৩	৭০২	৩৭৫৩
০৯.	আর কে এম, কৈলাসহর	৪৪১	৪৭৩	৪৯৫	২৮৫	৪১২	২১০৬
১০.	আই সি ভি কলেজ, বিলোনিয়া	৭১৪	৫১২	৫১০	৩৯	১৫৪১	৩৩১৬
১১.	আম্বেদকর কলেজ, ফটিকরায়	৭৭	২১২	৩১০	২০	২১৩	৮৩২
১২.	এ এম বি এস এম, অমরপুর	২১০	২২৪	৯৩	২৮	১১২	৬৬৭
১৩.	এম এম ডি কলেজ, সাব্রুম	২৩০	১৬২	২০৮	০২	২০০	৮০২
১৪.	জি ডি সি, কমলপুর	৩৭৬	৪০১	৪৬২	৪৪	১২৩	১৪০৬
১৫.	জি ডি সি, খুমলুঙ	৭১৯	৪২	৭৪	১৭	৪১	৮৯৩
১৬.	জি ডি সি, গন্ডাছড়া	২০৩	৬২	৩৮	০০	১৭	৩২০
১৭.	এস ভি এম, মোহনপুর	৯৪	২৪৮	২৭০	০২	১১৬	৭৩০
১৮.	আর এন টি মহা-বিদ্যালয়, বিশালগড়	৫৫	২৯৭	২৭৬	৪১৬	৪১৮	১৪৬২
১৯.	জি ডি সি, শান্তিরবাজার	৭১	৭৭	৮০	০৮	২২৪	৪৬০
২০.	জি ডি সি, তেলিয়ামুড়া	২১৩	২৫৩	১৫২	০৯	২৩৩	৮৬০
২১.	জি ডি সি, এল.টি ভ্যালি	১৩৪	৪৪	৬৯	০০	৩৯	২৮৬
২২.	জি ডি সি, কাঞ্চনপুর	১২৭	৭৯	১৮৪	০১	৬০	৪৫১
২৩.	গভঃ কলেজ অফ আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট	১৭	৩৭	৭০	০২	৬৭	১৯৩
২৪.	এস ডি এম গভঃ মিউজিক কলেজ	২৩	৩২	৮৭	০০	১৩৪	২৭৬
২৫.	গভঃ ল কলেজ	৬৮	১৮	৩২	০৩	৬৮	১৮৯

ক্র.নং	ইনস্টিটিউসন	এস.টি	এস.সি	ওবিসি	মাইনরটি	জেনারেল	মোট
২৬.	ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি	৩৫৬	৩৬৮	২৫৮	০৫	৫৪৬	১৫৩৩
২৭.	আই এ এস ই, আগরতলা	৪৬	২৬	০৫	০৬	৬৬	১৪৯
২৮.	উইমেন্স পলি-টেকনিক, হাপানিয়া	৭০	৭০	৬৯	০৫	১২০	৩৩৪
২৯.	ধলাই জেলা পলি-টেকনিক, আমবাসা	৮৮	৫৫	৬২	০৪	৯৪	৩০৩
৩০.	গোমতী পলিটেক-নিক, ফুলকুমারী	১৪৭	৯৬	৫৮	১১	১৯১	৫০৩
৩১.	নর্থ ডিস্ট্রিক্ট পলি-টেকনিক, বাগবাসা	১০২	৬২	৭১	১০	৮৮	৩৩৩
৩২.	কলেজ অফ টিচার এডুকেসন, কুমারঘাট	৩১	১৯	১৪	০১	৩৫	১০০
মোট ঃ		১০৯২৩	৮৯৩৮	৮৮৩৪	৩২১৩	১৩০৫৬	৪৪৯৬৪

ন্যাশনাল এসেসমেন্ট এন্ড এক্রিডিটেশন কাউন্সিল বা নেক-এর অনুমোদন ঃ

রাজ্যে বর্তমানে ইউ.জি.সি স্বীকৃত মোট পনেরটি মহাবিদ্যালয় যেগুলি নেক-এর অনুমোদনের যোগ্য, তার মধ্যে মোট নয়টি মহাবিদ্যালয় নেক কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কলেজের নাম	নেক থেকে প্রাপ্ত গ্রেড	বর্ষ
১।	রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা	B	২০১১
২।	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ, বিলোনীয়া	B	২০১৪
৩।	এন. এস. মহাবিদ্যালয়, উদয়পুর	B	২০১৫
৪।	আর. কে. মহাবিদ্যালয়, কৈলাসহর	C	২০১৫
৫।	আম্বেদকর কলেজ, ফটিকরায়	C	২০১৫
৬।	জি ডি সি, ধর্মনগর	B	২০১৬
৭।	ডি ডি এম কলেজ, খোয়াই	B	২০১৬
৮।	মহিলা মহাবিদ্যালয়, আগরতলা	B	২০১৬
৯।	মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়	B	২০১৬

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৫-১৬ বর্ষে রাজ্যে মোট পাঁচটি মহাবিদ্যালয় নেট দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। রাজ্যে মহাবিদ্যালয়গুলি নেক কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়টি তদারকি ও পর্যালোচনার জন্য একটি রাজ্যস্তরীয় কমিটি রয়েছে। এছাড়া কলেজগুলিকে নিয়ে নেক-এর কর্মশালা করা হচ্ছে, যাতে নেক-এর মূল্যায়ণের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মায়। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ইউ.জি.সি. স্বীকৃত সব কলেজগুলি নেক-এর আওতাধীন হবে। গ্রস এনরোলমেন্ট রেসিও বা GER হল কোনও একটি নির্দিষ্ট বছরে ১৮ থেকে ২৩ বছর বয়সী মোট জনসংখ্যার মধ্যে ঐ বয়সী কতজন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে তার শতকরা হিসাব। এর দ্বারা বুঝা যায় যে কোনও অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষায় পাঠরত ছাত্রছাত্রী সংখ্যার হার কিরূপ। ২০০৭ সালে পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যে উচ্চশিক্ষার এই হার ছিল ৭.২৪ শতাংশ, ২০১৩-২০১৪ সালে ১৫.৪ শতাংশ ও ২০১৪-২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬.৮ শতাংশ। ১০১৫-২০১৬ বর্ষে এই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৮ শতাংশ হবে। প্রতিনিয়ত ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি ও মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যার বৃদ্ধির ফলে উচ্চশিক্ষায় GER বৃদ্ধি পাচ্ছে ও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। ই-গভর্নেন্স প্রকল্পের অধীনে অনলাইন বৃত্তি প্রদানের প্রক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে চালু করা হয়েছে।

পেশাগত শিক্ষা ঃ

১৯৯৮ ইং পর্যন্ত রাজ্যে পেশাগত শিক্ষায় একটি বি. এড কলেজ, একটি আইন কলেজ, একটি চারু ও কারুকলা এবং একটি মিউজিক কলেজ ছিল। রাজ্যের শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে একটি নতুন শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ২০১৫-১০১৬ শিক্ষা বর্ষ থেকে চালু হয়েছে। তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা সরকারী আইন কলেজ, চারু ও কারুকলা ও মিউজিক কলেজ এর নতুন ভবন নির্মাণ করে স্থানান্তরিত হয়েছে। এর ফলে পেশাগত বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে।

কারিগরী শিক্ষা ঃ

১৯৯৮ পর্যন্ত রাজ্যে কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে একটি ডিগ্রী স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) ও একটি ডিপ্লোমা (পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নরসিংগড়) পলিটেকনিক কলেজ ছিল। রাজ্যে কারিগরী শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিগত পাঁচ বছরে উচ্চশিক্ষা দপ্তর রাজ্যে আরও তিনটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে। বর্তমানে রাজ্যে একটি মহিলা পলিটেকনিক সহ মোট ছয়টি পলিটেকনিক চালু রয়েছে। ২০০৬ সালে ত্রিপুরায়

একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি নেশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে উন্নীত হয়। তৎসঙ্গে ত্রিপুরার প্রথম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকেও উন্নীত করার মাধ্যমে ডিগ্রী স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি) ২০০৭ সালে রূপান্তরিত করা হয়।

পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, খুমুলুঙ ঃ

রাজ্যে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলেও এর প্রসারের লক্ষ্যে খুমুলুঙে ২০১৬-১৭ বর্ষে একটি নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট চালু করা হয়েছে। AICTE -এর অনুমোদনক্রমে ১৭৮ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে ইতিমধ্যে ক্লাসও শুরু হয়েছে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকরি পাওয়ার লক্ষ্যে উপজাতি অঞ্চলে এই ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। ভবিষ্যতে রাজ্যের আরও অন্যান্য স্থানে এই ধরনের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের জন্য দপ্তর উদ্যোগ নেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা ঃ

রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা প্রথমে ৭০-এর দশকে আগরতলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি জি সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে শুরু হয় যা ১৯৮৭ সালে প্রথম রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে (ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়) উন্নীত হয়। পরবর্তীকালে এই রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০০৭ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার সুযোগকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে মহারাজ বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয় চত্বরে এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি নতুন রাজ্যস্তরীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়টি (রাজ্য) ২০০৭ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয়) -এ আর্টস, কমার্স ও বিজ্ঞান বিভাগে মোট প্রায় ১৩০০ আসন সংখ্যা রয়েছে, যেখানে প্রতিবছর বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় থেকে এসমস্ত বিভাগে প্রায় ৫৫০০ ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী স্তরে পাশ করে। উত্তরোত্তর নতুন নতুন কলেজ স্থাপনের জন্য ও প্রচলিত বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রী কোর্সে নির্দিষ্ট আসন সংখ্যার কারণে, তদুপরি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রী কোর্সের অভাব থাকায় অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারছে না। তাই এই ধরনের চাপ বৃদ্ধির কারনে রাজ্যে এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয় নামে নতুন একটি রাজ্যস্তরীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যসরকার

১লা নভেম্বর, ২০১৫ থেকে মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় আইন কার্যকরী করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ১০আগস্ট, ২০১৬ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হয়। তিনটি কলেজের অনুমোদন ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তর এম.বি.বি, বি.বি.এম ও আইন কলেজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ন্তভূক্তির ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন। রাজ্যের মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্খাকে গুরুত্ব দিয়ে এবং প্রয়োজনের সাথে সাযুজ্য রেখে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা ও বিশ্ববিদ্যালয়টিকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দপ্তরের উদ্যোগ থাকবে।

বেসরকারী উদ্যোগ ঃ

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, আগরতলা সংলগ্ন ডুকলিতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালু করেছে। সম্প্রতি ভারতীয় বিদ্যাভবন ও হোলিক্রস তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে এন সি টি ই-র অনুমোদন নিয়ে বি এড কলেজ চালু করেছে।

রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান ঃ

২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন বিকাশ দপ্তর রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান (রুসা) নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল দেশব্যাপী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থ প্রদান করা। এই সংক্রান্ত অর্থরাশি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ও কেন্দ্রীয় প্রকল্প পরিষদের পর্যালোচনায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আরও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এই সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক অর্থ প্রদানের ফলে ত্রিপুরার বিভিন্ন উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের GER বৃদ্ধি পেয়েছে, এছাড়া অন লাইন লাইব্রেরী পরিষেবা, লাইব্রেরী অটোমেশন ও সেমিস্টারভিত্তিক বিষয়ে পরিষেবা যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

দপ্তর রুসা প্রকল্পের অধীনে সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলিতে অনলাইন ভর্তি পরিষেবা, অনলাইন প্রশ্ন ও উত্তরমালা তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে।

শিল্প এবং সংস্কৃতি ঃ

বীরচন্দ্র রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পুরোনো মহাকরণে স্থানান্তরের পর পাঠকদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে আলাদাভাবে বয়স্কদের পরিষেবা কেন্দ্র, দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেইলকর্নার এবং মহিলা ও শিশুদের আলাদা পরিষেবা কেন্দ্র, ই-গ্রন্থালয়ের সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে। আর্ট, মিউজিক ও আইন কলেজ তাদের নিজস্ব নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত

হয়েছে। এছাড়া রিপ্রোগ্রাফি, সাইবারকাফে পরিষেবা বীরচন্দ্র লাইব্রেরীতে প্রদান করা হচ্ছে। উজ্জয়ন্ত প্যালেসে রাজ্য সংগ্রহালয় স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য ও উত্তর-পূর্বের শিল্প সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিভিন্ন গ্যালারীর মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে এই সংগ্রহালয়টি পর্যটকদের কাছে পর্যটন কেন্দ্র এবং তৎসঙ্গে জ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। এছাড়া রাজ্য আর্কাইভটিও এই প্যালেসে স্থানান্তরিত হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার চাহিদা ও আগ্রহ অত্যন্ত বেশি। আর্থিক অসংগতির মধ্যেও রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য প্রচেষ্টা জারি রাখবে।

সফট্ওয়ার ল্যাবরেটরী, ওমেন পলিটেকনিক, হাপানিয়া

শিক্ষা ভবন, এম. বি. বি. বিশ্ববিদ্যালয়

Printed at Caxton Printers # 0381-230 7500